অনন্তকে খোলা চিঠি

অনন্ত,

প্রথমেই ঘৃণা ও ধিক্কার জানাই তার প্রতি যে হিংস্র বন্যপশু-সম নরপিশাচ এমন জঘন্য কাজটি করেছে। অবিশ্বাস্য লাগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত এলাকা থেকে একজন ছাত্রী অপহরণ ধর্ষন অতঃপর অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হলো ২১ এপ্রিল, আর প্রথম আলো পত্রিকায় খবরটি প্রকাশ হলো ২৭ এপ্রিল। ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার অপরাধীকে ধরতে পেরেছে বলে মনে হয় না। জগতের সকল মানুষের একত্রিত সমবেদনা সহানুভুতি ধর্ষীতা ঐ নারীর মনকে কোনদিন স্বাভাবিক করতে পারবেনা। যতদিন সে জীবিত থাকবে ঐ ঘঠনার বেদনা ছায়া হয়ে তার মন-মানসে অক্টোপোসের মতো জড়িয়ে থাকবে। এ ক্ষত কোনদিন শুকায়না, যদি না সময় মতো তার উপযুক্ত সেবা ও সুচিকিৎসা হয়। আমি ইংল্যান্ডে সোসিয়েল সার্ভিসে কাজ করেছি বহুদিন। নির্যাতিত নারীকে খুব কাছে থেকে দেখেছি কি হয় এর পরিণতি। যে দেশের সেনা-প্রধান (আসলে রাষ্ট্র-প্রধান) নিজেকে নবী পয়গাম্বর মনে করে বলতে পারেন সিডর ঘুর্ণীঝড় ছিল আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য আল্লাহর গজব। উনি দৃঢ় কন্ঠে বলতে পারেণ যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে পুরুস্কৃত করবেন। হুবহু পয়গাম্বরদের বাণী। ধর্ম সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে উপহাস তিরস্কার করার, মানুষের সাথে প্রতারণা করার এমনি এক ভয়ঙ্কর কুৎসিত হাতিয়ার। এমন একদল ভন্ড-প্রতারক মিথ্যেবাদীর হাতে যে দেশের শাসনভার, সে দেশে সুবিচার পাওয়া অতীব দুরাশা। ওরা মুখে না বল্লেও মনেমনে বলবে- আল্লাহ যাকে বে-ইজ্জত করতে চান তার ইজ্জত রক্ষা করার শক্তি মানুষের নেই। এই ভন্ড-প্রতারকগণ যদি অনির্দিষ্ঠকালের জন্যে ক্ষমতা হস্তগত করে ফেলে, তবে সে দিন বেশী দূরে নয় তারা আইন পাশ করে সকল শিক্ষাঙ্গনে মেয়েদের জন্যে বোরকা পরা বাধ্যকতামুলক করে ফেলবে। নারী উন্নয়ন নীতিমালায় ঐ 'আহমেদ, উদ্দিন'রা যে অন্তর থেকে বিশ্বাস করে না তা' মোল্লারাও জানে। তাই শুধুই রাশেদা কে চৌধুরীর পদত্যাগ দাবী।

তোমরা ক'জন মুক্ত-মনা মানুষ একত্রিত হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাও, যতদিন পর্যন্ত অপরাধী ও তার সহযোগীদেরকে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দেয়া না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অবস্থা যতই প্রতিকুল হউক না কেন তোমাদের কন্ঠের বৃক্ষে একদিন ফল ধরবেই। আরো একজন মা, আরো একজন স্ত্রী কিংবা আরো একজন বোন ধর্ষীতা হউক তা কোন ভাল মানুষের কাম্য হতে পারে না। যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না তারা ভাল মানুষ হয় না। তবে তার আগে নির্যাতিত ঐ ছাত্রীকে যারা সান্তনা দিতে কিংবা সাহায্য করতে চান তাদের প্রতি আমি কিছু পরামর্শ কিছু অনুরুধ রাখতে চাই।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার ভুক্তভোগী ঐ মানুষটি ঘঠনার (বিশেষ করে ধর্ষণের) শিকার হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তার চিন্তা শক্তি, আচরণ ও মন-

মানসিকতা, সেই অবস্থায় আর নেই। সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার বিশ্বাস। এই মুহূর্তে সে মনে করে, এ জগতে বিশ্বাস করার মতো ভাল মানুষ এবং আপন বলতে তার কেউ নেই। সুতরাং তার আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা হলো তাকে সাহায্য করার প্রথম শর্ত। সে মনে মনে কল্পনা করে -

- পৃথিবীতে আমিই শুধু একমাত্র পাপিষ্ট নারী, বোধ হয় এ আমার পাপের প্রায়শচিত্ত।
- জগতে আমার আপন বলতে কেউ নেই।
- সারা দুনিয়ার মানুষ আমাকে নিয়ে মাতামাতি করছে।
- আমার দিকে আর কেউ কোন দিন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে থাকাবে না আমার পরিবারের মানুষও না।
- আমি একা, আমি নিঃস আমি সারা জীবনের জন্যে পরিত্যক্ত।
- আমি কোনদিন বিয়ে করতে পারবো না, করলেও কেউ না কেউ কোনদিন আমার স্বামীকে ঐ ঘটনা বলে দেবে।

ভিকটিমের চুড়ান্ত বিভ্রান্ত মনমানসিকতার সীমাহীন অনুভুতি ও কল্পনার এ হলো সামান্য উদাহরণ। যারা ভিকটিমকে সাহায্য করতে চান তাদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। অন্যতায় উপকারের চেয়ে অপকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। পৃথিবীতে কোন নারীই চায় না সে ধর্ষীতা হউক, সুতরাং ভিকটিমকে প্রথমেই বুঝতে দিতে হবে যে এ ঘটনায় তার কোনই দোষ নেই। মনে রাখতে হবে তাকে সাহায্য করতে আসা কোন সলিসিটর, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি, ডাক্তার, আইন-আদালত, রাষ্ট্র, সমাজ সমাজ-সেবক কারো স্বার্থের কোন মুল্য নেই। এই মুহূর্তে সকলের কাম্য হতে হবে ভিকটিমকে ঘটনার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া। তাই যে সকল জিনিষ করা উচিৎ নয় -

- তার ইচ্ছার বিরোদ্ধে কোন কিছু করা তা যতই তার জন্যে উপকারী ও যুক্তিসঙ্গত হউক না কেন। *(সে বিভ্রান্ত কিংকর্তব্য বিমূঢ়)*
- তাকে প্রশ্ন করা, কেন সে ঐ সময় ঐ যায়গায় গেলো, কেন সে আরো জোরে চিৎকার করলো না, কেন সে ঘটনা এড়াবার চেষ্টা করলো না, আক্রমনকারীর সাথে পূর্ব কোন বিরোধ ছিল কি না, আক্রমনকারী তাকে ভালবাসতো কি না। *(এর কোনটার জন্যেই সে দায়ী নয়)*
- তাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে চাপ প্রয়োগ করা অথবা তার দ্ধারা কোন কিছু করানো যার জন্যে সে এই মহূর্তে প্রস্তুত নয়। *(তার যতেষ্ঠ সময়ের প্রয়োজন, পরে হয়তো সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে)*
- ঘটনার জন্যে তাকে কোন প্রকারে দায়ী করা অথবা তার সমালোচনা করা। *(কোন অবস্থায়ই ঘটনার জন্যে সে দায়ী নয়)*
- মেয়েদের স্বভাব চরিত্র নিয়ে কিংবা নারীর প্রথাসিদ্ধ সামাজিক করণীয় দায়ীত্ব নিয়ে আলোচনা করা। *(এখানে লিঙ্গ, রূপ, ধর্ম বা বয়স ধর্তব্য বিষয় নয়)*

- তার সামনে বিষয়টাকে অতিরঞ্জিত করা কিংবা তুচ্ছভাবে দেখে এভাবে বলা যে- ঠিক আছে এ এমন কিছু নয় যে তুমি ভেঙ্গে পড়বে, ওসব ভুলে যাও সব ঠিকটাক হয়ে যাবে। *(একমাত্র সে-ই জানে এর ক্ষত কতো গভীর অন্য কেউ তা উপলব্ধি করার সাধ্য নেই)*
- তার পেছন থেকে নাম ধরে ডাকা অথবা সম্মোধন করা কিংবা তার গায়ে হাত দেয়া। *(তা ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়)*
- তার কোন কথায় অথবা সিদ্ধান্তে বিরক্ত হওয়া। *(সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত একমাত্র তার কাছ থেকেই আসতে হবে অন্য কারো নয়)*
- তার জন্যে আইনকে নিজের হাতে তোলে নেয়া অথবা দৈহিকভাবে আক্রমনকারীর উপর প্রতিশোধ নেয়া। *(এই মুহুর্তে আইন ও ভায়োল্যান্স দুটোই তার কাছে সমান। ঘটনার সময় আইন তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই ভায়োল্যান্স হয়েছে। এই মুহুর্তে প্রতিশোধ নয় চাই জীবনের নিরাপত্তা, ফিরে পেতে চায় সে তার স্বাভাবিক জীবন)*
- নিজেকে এই বলে দোষ দেয়া বা অনুতপ্ত হওয়া যে- আমি যদি ওখানে থাকতাম তাহলে তোমাকে রক্ষা করতে পারতাম বা ঐ ঘঠনা ঘঠতোনা। *(এতে তার বেদনা বাড়বে বৈ কমবে না)*
- তার হয়ে আগবাড়িয়ে কোন কথা বলা। *(তার বিশ্বাসের পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, সে এই মুহুর্তে জানে না আপনি তার কতটুকু আপন ও বিশ্বস্ত)*

PREGNANCY, HIV এবং STD পরীক্ষা অনতিবিলম্বে করানো অত্যন্ত জরুরী। এ জন্যে তার সাথে পরামর্শ করে এগুতে হবে চাপ প্রয়োগ করে নয়। আমরা সকলেই চাই দেশে এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ সহ সকল প্রকার নারীনির্যাতন বন্ধ হউক তবে নির্দিষ্ট ঘঠনার নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ইস্যু করে নয়।

পরিশেষে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঐ ছাত্রী ও তার পরিবারের প্রতি জানাই আন্তরিক সহানুভুতি ও সমবেদনা। কামনা করি ছাত্রীটি যেন অতি শীঘ্র শারিরিক মানসিক ভাবে পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে এবং ঐ ঘঠনার স্মৃতি তার মন থেকে চিরতরে মুছে যায়।

ইতি
আকাশ মালিক